

গ্রীনল্যান্ড

৭২ ডব্লিউপি

মেটালেব্রিল ৮% + মেনকোজেব ৬৪%

গ্রীনল্যান্ড
প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক
উভয়ভাবে কার্যকরী ছত্রাকনাশক।

প্রকৃত ওজন

ইস্ট ওয়েস্ট কেমিক্যালস্ লিঃ

গ্রীনল্যান্ড

৭২ ডব্লিউপি

গ্রীনল্যান্ড ৭২ ডব্লিউপি একটি সম্পূর্ণ অস্ত্রবাহী ও স্পর্শক ক্ষমতা সম্পন্ন ছত্রাকনাশক। প্রতি কেজিতে প্রধান উপাদান ৮% মেটালেব্রিল (২.৬ ডাই মিথাইল-বিনাই-এন মিথোক্সি এসিটাইল-ডি এলানাইন মিথাইল ইথার) ও ৬৪% মেনকোজেব (জিজেব সল্ট ও পলিমারিক মেনোজি ইথাইলিন বেস) এর সংমিশ্রণ আছে। গ্রীনল্যান্ড প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক উভয়ভাবেই কার্যকরী।

ব্যবহারের পূর্বে নির্দেশাবলী ভালভাবে পড়ে নিনঃ

গ্রীনল্যান্ড আলুর রোগ (লেট ব্লাইট) প্রতিরোধ ও প্রতিরোধে একটি শক্তিশালী প্রবাহমান ও স্পর্শক গুণসম্পন্ন ছত্রাকনাশক। গ্রীনল্যান্ড প্রয়োগের পর নতুন গজানো পাতায় রোগের আক্রমণ হয় না।

গ্রীনল্যান্ড প্রতিরোধক ও প্রতিরোধক উভয় গুণসম্পন্ন একটি কার্যকরী ছত্রাকনাশক।

প্রয়োগমাত্রাঃ প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম গ্রীনল্যান্ড মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। একর প্রতি ৪০০ গ্রাম।

প্রয়োগের সময়ঃ ঘন কুয়াশা, বেশী শীত, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও হালকা বৃষ্টি হলে উপরোক্তপ্রতিরোধক রোগসমূহ মহামারী আকারে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাই লক্ষ্য দেখা দেয়ার পূর্বেই গ্রীনল্যান্ড স্প্রে করা উত্তম।

আলুঃ আলু লাগানোর ৩০ দিন পর ৩-৪ টি পাতা গজানোর সময় থেকে ২ সপ্তাহ (১৪ দিন) অন্তর অন্তর গ্রীনল্যান্ড ৭২ ডব্লিউ পি পাতার উপর ও নীচে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

সাবধানতাঃ গ্রীনল্যান্ড ৭২ ডব্লিউ পি ব্যবহার/প্রয়োগের সময় নিম্নে উল্লিখিত সাবধানতা সমূহ মেনে চলুন।

গ্রীনল্যান্ড এর গন্ধ নেই, গায়ে লাগানো, মুখে দেখা নিষেধ। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা ও নিরাপদ জায়গায় রাখুন। খাদ্য, পানীয় ও পশুখাদ্য হতে দূরে রাখুন। স্প্রে করার সময় এপ্রোন ও দস্তান ব্যবহার করুন এবং বাতাসের বিপরীতে স্প্রে করবেন না। স্প্রে করার সময় দুমপান, আহার ও পানীয় গ্রহণ করবেন না। ব্যবহারের শেষে হাত, পা, মুখ ও কাপড়-চোপড় সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলুন। ব্যবহারের পর খালি প্যাকেট অন্য কাজে ব্যবহার না করে ছিঁড়ে মাটির নীচে পুতে রাখুন বা আগুনে পুড়িয়ে ফেলুন। শেষ প্রয়োগের পর ১৪ দিনের মধ্যে পল্ল-পাখি ক্ষেতে ঢুকতে দেবেন না এবং ফসল তুলবেন না।

প্রাথমিক চিকিৎসাঃ যে কোন প্রকার অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিলে কাজ বন্ধ করুন এবং রোগীকে খোলা বাতাসে নিয়ে আসুন তারপর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করুন। রোগীর আক্রান্ত স্থানে প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। গলধরকরণ করে থাকলে কেবলমাত্র সচেতন রোগীর ক্ষেত্রে বমি করানোর চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে প্যাকেটসহ শতুর রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিন।

প্রতিষেধকঃ নির্দিষ্ট কোন প্রতিষেধক নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

রেজিস্ট্রেশন নংঃ এপি-৬০৪

প্রস্তুতকারকঃ বি জিয়াং হেবেং পেটিসাইড এন্ড কেমিক্যালস্ কোম্পানী লিমিটেড, চায়না।



রেজিঃ ফোকার, আমদানীকারক ও বাণিজ্যিককারীঃ
ইস্ট ওয়েস্ট কেমিক্যালস্ লিঃ
৫২/১ নীল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোড, ফার্মস হোল্ডিংস (১০৭ কলা),
ডাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফ্যাক্টরিঃ বারদাইল, ভেড়ামারা, সুরিয়া।
ফোনঃ ০১৭০৮ ১৫৫ ৮২০

ব্যাচ নংঃ
উৎপাদনের তারিখঃ
ব্যবহারের সময়সীমাঃ
সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যঃ



“বাগাইনশাকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার
মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।”